আজকের কাগজ

৪০

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

৮

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহাসিক কারণে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক বাংলাদেশে স্বাভাবিক নয়। পাকিস্তানী আমলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। বাংলাদেশ আমলে কয়েক বছর ঐ সম্পর্ক অস্বাভাবিক ছিলো না কিন্তু স্বৈরশাসন আমলে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ভীষণ অবনতি ঘটে। গণতান্ত্রিক আমলে আশা করা গিয়েছিলো সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক যুক্তিযুক্ত হবে কিন্তু অব্যাহত ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের কারণে তা হয়নি। বিলম্বে হলেও যে বরফ গলতে শুরু করেছে তার প্রমাণ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের চোদ্দ বছর পর নির্বাচিত সরকার প্রধানরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে বেগম খালেদা জিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও ভাষণ প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের কঠোরতম পুলিশী নিরাপত্তার মধ্যে ঘটে। তবে দু'একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সামান্য সংঘর্ষ বাধলেও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিক শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমনের মধ্যদিয়ে সরকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা একটি শুভ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি এই দরিদ্র-অনুন্নত দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে হয় তাহলে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চিরকাল সাপে নেউলে সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রয়োজন অনিবার্য, বর্তমানে সে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ও দলীয় সরকার কিন্তু সে সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন তখন তিনি কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না-তিনি সমগ্র দেশের প্রতি[illegible] হয়ে আসেন। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই বহু দল ও মতাবলম্বী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী থাকেন এবং সেটা থাকাই স্বাভাবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ব্যতিক্রম নয়। বস্তুতঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয় কতটা গতিশীল ও প্রাণবন্ত তা নির্ভর করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে কতো শতাংশ 'ডিসিডেন্ট' বা 'ভিন্ন মতাবলম্বী' তার ওপর। চর্বিত চর্বণ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চর্চা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অভিনবত্বই হলো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত পরিচয় সুতরাং কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয়করণের চেষ্টার অর্থ তাকে ধ্বংস করা। আমাদের জানা নেই বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দলীয়করণ প্রক্রিয়ার অভিযোগ কতটা সত্য তবে আমাদের আশা, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয়করণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলীয় প্রভাব মুক্ত ছিলেন এইটেই আশার কথা।